অখণ্ড মহাপীঠে অখণ্ড মহাযজ্ঞ

সৃষ্টি শব্দটির মধ্যে রয়েছে এক অসীম শক্তির প্রকাশ। সেই সৃষ্টি সুন্দর হয় সৃষ্টিকর্তার দৃষ্টিভঙ্গীর সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়ে। শ্রীশ্রীমা যা কিছুই করেন তার মধ্যে একদিকে থাকে অপার সৌন্দর্য্য ও জ্ঞানের প্রকাশ এবং অন্যদিকে থাকে বিশ্বকল্যাণ কার্য্যের জন্য অসীম আত্মত্যাগের প্রকাশ ও অক্লান্ত প্রয়াস। শ্রীমা বলেন, ''ত্যাগ না থাকলে লোকশিক্ষা হয় না।'' সুদীর্ঘ একাদশ বৎসর ধরে সনাতনধর্ম-সত্যপ্রতিষ্ঠা এবং সর্বধর্মসমন্বয়ের সংকল্প নিয়ে শ্রীমা দেবী দুর্গা মহাশক্তির অকাল বোধন সাধিত করেন এবং দ্বাদশ বৎসরের সময় শ্রীমা প্রথম মহাশক্তির মহাযজ্ঞ করেন ইং ২০০৩ সালে দশমহাবিদ্যার সঙ্গে দেবীদুর্গা পূজার সহিত। দশমহাবিদ্যা হল ব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র সৃষ্টি তত্ত্বের রহস্য। তাই বোধহয় সত্যপ্রতিষ্ঠার্থে শ্রীমা সর্বপ্রথমেই সৃষ্টির রহস্যকে ভেদনপূর্বক মহাশক্তির বোধন করলেন। শ্রীশ্রীমায়ের এই যজ্ঞ কার্য্যের খবর শুনে প্রত্যেকে খুবই অবাক হয়েছিল। সাধারণ মানুষের পক্ষে এর কারণ বোঝা সহজ নয়। কিন্তু মহাত্মাদের কাছে শ্রীশ্রীমায়ের এই অসাধারণ যজ্ঞ কার্য্যের কারণ খুবই সহজবোধ্য ছিল, তাঁরা জানতেন শ্রীশ্রীমা জগৎকল্যাণ সাধনের জন্য এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছেন। যজ্ঞ সাধনের সময় এই কারণেই যে যে মহাত্মাদের শ্রীশ্রীমা আহ্বান করেছেন তাঁরা স্থূলে বা সূক্ষ্মে উপস্থিত ছিলেন। সূক্ষ্মে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের বিষয়ে আমরা শ্রীশ্রীমায়ের কাছে জেনেছি। দশমহাবিদ্যারূপী দশ মহাশক্তির যে মৃন্ময় দেবীমূর্তিগুলি ছিল, তাঁদের সৌন্দর্য্যের মধ্যেই শ্রীশ্রীমায়ের অন্তরস্থিত গুণের প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। দশমহাবিদ্যার মৃন্ময়ী মূর্তি দর্শন করে প্রজ্ঞান পুরুষ শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর শ্রীমাকে বলেন, ''সব প্রাজ্ঞ মূর্তি। এইসবকে তো লুকিয়ে রাখলে চলে না। এই অভিনব জিনিষ জন সমাজে প্রচার হওয়া দরকার।'' যেমন সুচারু এবং সুন্দর সেই পূজা তেমন সুন্দর সুনিপুণভাবে পরিচালিত সেই মহাযজ্ঞ। মহাযজ্ঞের পূজার মন্ত্রাদি এবং আচার সবই শাস্ত্র-সম্মত উপায়ে পালিত করা হয়েছে। দশমহাবিদ্যা যজ্ঞ উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীমা আপনভাবে মগ্নাবস্থায় এই অপূর্ব সঙ্গীতটি রচনা করেন।—

দেবী কালিকা, দশমহাবিদ্যা মহাযজ্ঞ

''জাগো, জাগো, আদিশক্তিরূপে জাগো, জাগো মা—
জাগো চিন্ময়ী জননী বিশ্বপ্রসবিনী
প্রণবেশ্বরী মাগো, জাগো, জাগো মা ॥
চিদাকাশে উদ্ভাসে ওঙ্কার মহানাদ
ব্রহ্মরূপিণী মাগো তুমি যে গো পরনাদ,
জ্যোতির্ময়ী হয়ে অখণ্ডস্বরূপে
বিরাজ তুমি মাগো ব্রহ্মজননী,
তুমি জাগো, জাগো মা ॥
জাগো সিদ্ধিদাত্রী মাতঃ পরমা প্রকৃতি
জীব কল্যাণময়ী শিব জননী
ব্রহ্মশক্তি তুমি আদ্যাসনাতনী
প্রকাশিলে শাশ্বতরূপে মা চিরন্তনী।
অসীম আলোক মাঝে সৃষ্টি ঝলকে নাচে
সসীম প্রকাশে তব সগুণের রূপ যাচে—
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবে তুমি মা ত্রিগুণময়ী
বিরাজ তুমি মাগো ব্রহ্মজননী,
তুমি জাগো, তুমি জাগো, তুমি জাগো
জাগো অখণ্ড মা ॥''—

এই ভাবে সুদীর্ঘকালব্যাপী সত্যসংকল্পে স্থিত থেকে শ্রীমা প্রথমে মহাশক্তির উদ্বোধন করলেন। এই সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর কাল শ্রীমা নিজেও দশমহাবিদ্যার সাধনায় নিভৃতে রত ছিলেন।

তারপর ইং ২০০৫ সালে শ্রীশ্রীমা আরেকটি অপূর্ব মহাযজ্ঞের আয়োজন করেন। সেটি ছিল শিব মহাযজ্ঞ। এ যজ্ঞ যেন মহাশক্তির পূর্ণবোধনের পর মঙ্গলময় শিবসর্ব্বকে বিশ্বকল্যাণের স্থিতির জন্যে শ্রীপঞ্চানন শিবরূপে আহ্বান করা। এ মহাযজ্ঞ ছিল সম্পূর্ণভাবে শ্রীশ্রীমায়ের গভীর সাধনার প্রকাশ। যোগমার্গস্থ সৃষ্টিতত্ত্বের উপলব্ধিকে কেন্দ্র করে এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিকে অনিত্যের মধ্যে নিত্যরূপে দর্শন করে বিশ্বের কল্যাণ করাই ছিল এই যজ্ঞের অন্তর্নিহিত অর্থ। যোগীর শরীরে ষট্‌চক্র ছাড়াও আরো বহু চক্র রয়েছে। যোগী তাঁর সাধনার দ্বারা এই সমস্ত চক্রগুলি জাগ্রত করেন। দেহাভ্যন্তরস্থ চক্রগুলিই হল বিশ্বজগৎ সৃষ্টির এক একটি নির্দিষ্ট ভূমি বা চেতনার স্তর। সেই সমস্ত চক্রের মধ্যস্থলে একটি শিবলিঙ্গের অবস্থান আছে। অর্থাৎ, সৃষ্টি মধ্যে দৃশ্যমান জগতের সর্বস্তরেই শিব ও শক্তি সমরস্যভাবে বিরাজিত রয়েছেন। তাই শিবলিঙ্গের উদ্ভব হয় সর্ব্বস্তরে। এইসমস্ত শিবলিঙ্গগুলির প্রত্যেকটির রূপ ও প্রকৃতি শ্রীশ্রীমা তাঁর অন্তর্নিহিত সাধনার দ্বারা

শ্রী পঞ্চানন মহাদেব, শিব মহাযজ্ঞ

নিজের অভ্যন্তরে প্রত্যক্ষ করেছেন সৃষ্টিমধ্যে প্রত্যেক স্তরে সেইগুলির শাশ্বত রূপ আছে। সেই রঙ ও প্রকৃতি অনুসারে শ্রীশ্রীমা তাঁদের বহির্জগতে লোকশিক্ষার জন্যে সকলের জন্য প্রকাশ করলেন বারটি শিবলিঙ্গের মধ্য দিয়ে। প্রত্যেকটি চক্রে পদ্ম পাপড়ির যে রঙ এবং কোন স্তরে কটা পাপড়ি আছে তা সাধারণ মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। শ্রীশ্রীমা নিজে বসে থেকে পটুয়াদের দিয়ে সব শিবলিঙ্গ তৈরী করিয়েছেন প্রায় একমাস ধরে। এধরণের শিবলিঙ্গ পটুয়ারা কখনো তৈরী করেনি এবং কেউ কখনো দেখেনি। সেই সব শিবলিঙ্গের পূজাদি সমস্তই যোগ ও তন্ত্রশাস্ত্র মতে ষোড়শোপচারে করা হয়েছে। ভারতের বহু সাধুসন্ত ও মহাত্মা এবং সাধক-সাধিকাদের শ্রীশ্রীমা এই যজ্ঞে উপস্থিত হবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। মহাত্মাদের মধ্যে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর, গুপ্তযোগী পুরুষ শ্রীশ্রীগঙ্গানাথ বাবা, সূফী পীর সাহেব ইম্‌তিয়াজ ভাইসাব, শ্রীশ্রীলালবাবা (গোয়ালিয়র), শ্রীগোবিন্দদাস উদাসী, ক্রিয়াযোগী স্বামী বিরজানন্দগিরি মহারাজ (ঝাড়গ্রাম সেবায়তন), স্বামী দয়ানন্দগিরি (নবদ্বীপ), স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী (ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ), মাতা বন্দনাপুরী (শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম) ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের একটা অদ্ভুত সুহৃদপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। শ্রীশ্রীমা যখন শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরকে বললেন, ''এই যজ্ঞে তোমায় উপস্থিত থাকতে হবে।'' শ্রীবাবাঠাকুর বললেন, ''আবার একটা নতুন খেলা বেঁধেছ? এই তো সেদিন দশমহাবিদ্যার মহাযজ্ঞ করলে! এখন আবার দ্বাদশ শিবলিঙ্গ নিয়ে খেলায় মেতেছ! যতবার আসবে ততবারই কি কিছু না কিছু খেলে যাবে?'' শ্রীশ্রীমা হেসে বললেন, ''ওসব জানি না, যজ্ঞে উপস্থিত থাকবে এবং ছেলেমেয়েদের কিছু ভাল কথা শোনাবে।'' শ্রীবাবাঠাকুর হেসে বললেন,''আচ্ছা বাবা আচ্ছা, তোমার কর্মে থাকব না তো থাকব কোথায়? পৃথিবীতে যতবার আসবে ততবারই কিছু না কিছু খেলা খেলে যাবে।'' বোঝা গেল শ্রীবাবাঠাকুর অত্যন্ত খুশী হয়েছেন। ইং ১৯শে ফেব্রুয়ারী ২০০৫সালে যথাসময়ে শ্রীবাবাঠাকুর অখণ্ড মহাপীঠে উপস্থিত হলেন। প্রথমে শ্রীবাবাঠাকুর সমস্ত শিবলিঙ্গ দর্শন করে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। শ্রীশ্রীমায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন,''কি অপূর্ব সৃষ্টি তোমার! কি করেছ তুমি এগুলো! তুমি কি নিজে জান না তুমি কে! অর্দ্ধনারীশ্বর রূপ দিয়েছ তুমি মাটি আর রং দিয়ে শিবলিঙ্গে! সত্যি তোমার কর্মে আমি মুগ্ধ হয়েছি।'' একথা বলে শ্রীবাবাঠাকুর সব শিবলিঙ্গগুলি প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মনোযোগ দিয়ে দর্শন করলেন। শ্রীবাবাঠাকুর আমাদের কয়েকজন গুরুভাইবোনদের বললেন, ''তোমরা সবাই ফাঁকিবাজ। মা হচ্ছেন মস্তবড় শিল্পী। তাঁর সাধনাও তোমরা ঠিক করে কর না। তাঁর গুণগুলোও নিতে পার নি। তোমরা কখনো মাকে ছেড়ে চলে যেও না। মা যে কে এসেছেন তা মায়ের দেওয়া সাধনা করলেই তোমরা তাঁকে উপলব্ধি করতে পারবে।'' শিবযজ্ঞের সময় দিনে তিনটি করে শিবলিঙ্গে পূজা যজ্ঞ হত। শিবযজ্ঞের সময় শ্রীশ্রীমা সর্ব্বময় শিবতত্ত্বের উপলব্ধি ভিত্তিক একটি অপূর্ব সঙ্গীত রচনা করেন।—

জাগো, জাগো, রুদ্ররূপ হে সঙ্কর্ষণ
জাগো শিবশংকর হে অনির্বাণ—
জ্যোতি প্রকাশিত বাঘাম্বরসর,
পঞ্চানন পরব্রহ্ম মহেশ্বর
জাগো অনিরুদ্ধ হে মহান ॥
জাগো শিবশম্ভু মহাদিত্য স্বয়ম্ভূ
লিঙ্গজ্যোতি তুমি ওঙ্কার প্রতিভূ
জাগো রুদ্রভৈরব রূপ ভগবান ॥—

ইং ২০০৭ সালে শ্রীশ্রীমা আরেকটি মহাযজ্ঞের আয়োজন করলেন। সেটি হল নারায়ণ মহাযজ্ঞ। একইভাবে শ্রীশ্রীমা দিনের পর দিন বসে বিভিন্ন শাস্ত্রাদি গ্রন্থ তোলপাড় করে পূজা-পদ্ধতি রচনা করলেন। আবার একইভাবে পটুয়াদের দিয়ে তিনমাস ধরে ভগবান নারায়ণের শ্রীমূর্তিগুলি শ্রীমা তৈরী করেছিলেন। তারপর সেই বিগ্রহাদিগুলিতে অপূর্ব শৃঙ্গার করেছিলেন। নারায়ণ যজ্ঞের প্রথম পূজা ছিল বিরাট পুরুষের। এই বিরাট পুরুষের বোধন, অভিষেক ও পূজা আজ পর্য্যন্ত কেউ করেছে কিনা শোনা যায় না। অনন্তনাগের সহস্রফণাযুক্ত ছত্রের নীচে উজ্জ্বল কাঞ্চনবর্ণ বিরাটপুরুষরূপী ভগবান নারায়ণ দণ্ডায়মান তারপর অনন্ত শয্যায় শায়িত নারায়ণ শ্রীরঙ্গনাথ ভগবান, তারপর দ্বারকানাথজী, তারপর

শ্রীবিরাট পুরুষ, নারায়ণ যজ্ঞ

বদ্রীনাথজী ও তাঁর সভাসদ্‌বৃন্দ এবং সবশেষে শ্রীশ্রী জগন্নাথদেব পূজিত হলেন। ভগবান নারায়ণের এই পঞ্চপ্রকার রূপ যোগীগণের নিকট নারায়ণত্ব অবস্থাপ্রাপ্তির পথে ভগবৎ-স্বারূপ্য লাভ করার ঐশ্বর্যমণ্ডিত প্রধান অবস্থা বিশেষ। নারায়ণ তত্ত্ব হল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির আদি কারণ। নারায়ণ অবস্থা হল ভগবৎসত্তার ষড়ৈশ্বর্য্যের আরাধনা বিশেষ। নারায়ণ যজ্ঞ হল শ্রীভগবানের সেই মহা-ঐশ্বর্য্যের প্রতিষ্ঠা। নারায়ণ অবস্থা ত্রিগুণাতীত সগুণ ব্রহ্মের ভূমিতে আসীন। সৃষ্টিতে বিষ্ণুরূপ হল ত্রিগুণের মধ্যে নারায়ণের সত্ত্বগুণাত্মক প্রকাশ। নারায়ণ যজ্ঞ সম্পাদন করার জন্য উপযুক্ত অধিকারী হতে হয়। সমগ্র মহাত্মা মণ্ডলের শক্তি ভিন্ন এ যজ্ঞ সম্পন্ন করা অসম্ভব। এই অভিনব যজ্ঞ দর্শন করার জন্যে বহু

সাধু-মহাত্মারা অখণ্ড মহাপীঠে এসেছিলেন। প্রজ্ঞান পুরুষ শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর নারায়ণের বিগ্রহাদি দর্শন করে এতই অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন যে শ্রীমা যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''কেমন দেখছ?'' তখন তিনি স্তব্ধ হয়ে শুধু শ্রীমায়ের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, ''ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না!''

প্রতিটি যজ্ঞেই শ্রীশ্রীমা তাঁর মহা চেতনার উপলব্ধি প্রকাশিত করেন সঙ্গীত রচনার মধ্যে দিয়ে। যেমন—

''হে নারায়ণ আদিকারণ অনন্তের অবতার।
হরব্রহ্ম পূজে তোমায় অতি অগোচর ॥
তুমি পরব্রহ্ম সাক্ষীরূপে কর লীলা অপার।
করিছ সৃষ্টি পালিছ ভুবন মহান বিশ্বেশ্বর ॥
জয় নারায়ণ বেদ-বিদাম্বর মায়ার অধীশ্বর
অনন্ত বিভূতি অঙ্গে সমাদৃত হে সত্ত্বগুণাকর ॥
বিরাট পুরুষ বিশ্বমূরতি সর্ব্বলোকেশ্বর
প্রণতি জানাই তব শ্রীচরণে অদ্বৈত ব্রহ্মেশ্বর ॥''—

নারায়ণ যজ্ঞ সমাপ্ত হওয়ার পরে কয়েক মাসের মধ্যেই শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সময় এসে গেল। আশ্রমের পূজার ষোল বছর পূর্ণ হল। শ্রীশ্রীমায়ের কাছে আমরা সকলে আবদার করলাম যেন তিনি এই বছর নবদুর্গার পূজা করেন। শ্রীশ্রীমা বললেন, ''এইতো ভাল চলছে, এমনি নবরাত্রি ধরে দুর্গাপূজা চলে; আবার তোদের মাথায় কেন চাপল নবদুর্গা পূজা? অনেক পরিশ্রম আছে এই পূজায়। তোরা অত পরিশ্রম করবি?'' সকল গুরুভাইবোনরাই উৎসাহিত হয়ে বলল, ''আমরা এই পূজা দেখব। তুমি তো আছ মা, আমাদের কোন অসুবিধা হবে না।'' শ্রীমা বললেন, ''ঠিক আছে তোদের যখন পরিশ্রম করতে কষ্ট হবে না, তখন নবদুর্গা পূজাই হোক। তোরা জানিস কি যে ''নবদুর্গা'' হল শিবকে পতি রূপে পাওয়ার জন্যে সতী পার্বতীর সাধনা।'' একথা বলেই শ্রীশ্রীমা প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন আরেকটি সুন্দর সৃষ্টির জন্যে। এত সুন্দর মূর্তি তৈরী হল নবদুর্গার যে তার ব্যাখ্যা ভাষা দিয়ে করা যায় না। নবদুর্গা পূজা আরম্ভ হল দেবী শৈলপুত্রী পূজার মধ্য দিয়ে। প্রতিপদ থেকে শুরু হল পূজা ও যজ্ঞ। এই পূজাতেও দিনে ছয় থেকে সাত ঘন্টা ধরে পূজা হত এবং দিনে দুটি করে যজ্ঞ হত। দেবী শৈলপুত্রী পূজা যখন শুরু হয় তখন রান্নাঘরে কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করেছিল, ''শ্রীমা কোথায়?'' অন্য একজন কেউ ঠাট্টা করে বলেছিল,''মা তো আজ শৈলপুত্রী। যা দেখে আয় দাঁড়িয়ে পূজা নিচ্ছেন।'' দেবী শৈলপুত্রীর সৌন্দর্য্য ও শ্রীশ্রীমায়ের সৌন্দর্য্য মিলেমিশে এক হয়ে গিয়েছিল। এই নবদুর্গা পূজা ও যজ্ঞ সম্পর্কে শ্রীমা আমাদের বলেছিলেন, ''এটা হল তোদের উপরি পাওয়া ।'' সব গুরুভাইবোনদের আবদার না হলে শ্রীশ্রীমায়ের দেবী নবদুর্গার অপূর্ব সৃষ্টি আমাদের কাছে ধরা দিত না। এই পূজা কি ভাবে হয়েছে শুধু সেইটুকুই লিখলাম। এই পূজার অন্তর্নিহিত তথ্য ও জ্ঞান একমাত্র শ্রীশ্রীমায়ের পক্ষেই দেওয়া সম্ভব। এই পূজা সম্পর্কে অনেক ভক্ত শ্রীশ্রীমাকে অনেক প্রশ্ন করেছিল। তার মধ্যে একজনের প্রশ্ন যে দুর্গা পূজায় ঢাক কেন বাজে। শ্রীশ্রীমা উত্তরে বলেছিলেন যে,''সাধকের হৃদয়পদ্মে চৈতন্য শক্তি পূর্ণরূপে জাগ্রত হলে পরে অনাহত ধ্বনির শব্দ ঢাকের আওয়াজ সাধক শুনতে পায়।'' নবদুর্গা পূজায় শ্রীশ্রীমা যে সঙ্গীতটি রচনা করেন তা হল—

মাতা শৈলপুত্রী, নবদূর্গাপূজা

''দশমহাবিদ্যায় সিদ্ধা জননী উমা
হইলে শিবের সতী মহেশ গরিমা।
হিমালয় কন্যা হে পার্বতী রমা
মহাদেব লভিবারে তুমি নবদুর্গা বামা ॥
শৈলপুত্রী' তুমি হও 'ব্রহ্মচারিণী'
'চন্দ্রঘন্টা' মাগো! 'কুষ্মাণ্ডা'রূপিণী।
'স্কন্দমাতা' রূপে মা কার্তিকজননী
সিংহবাহিনী মাগো দেবী 'কাত্যায়নী' ॥
'কালরাত্রি' রূপে করালী ভয়ংকরী
যোগীন্দ্র জায়া মাতঃ হে 'মহাগৌরী'
'সিদ্ধিদাত্রী' মাগো তুমি সর্ব্বেশ্বরী
দশমহাবিদ্যারূপ আদ্যা মহেশ্বরী ॥''

শ্রীশ্রীমা ইং ২০০৯ সালে গায়ত্রী মহাযজ্ঞের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। প্রতিরাত জেগে থেকে তিনি এই বিরাট কর্ম-যজ্ঞের জন্য পরিশ্রম করে চলেছেন। গায়ত্রী মহাযজ্ঞ শেষে স্বপ্নাদিষ্ট মন্দিরে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজদের শ্রীবিগ্রহাদিগুলি পুনঃ স্থাপিত হবে। এই যজ্ঞের পূজাপদ্ধতি ও পূজাবিধি সকলই শ্রীশ্রীমা গায়ত্রীতন্ত্রম্ এবং সন্ধ্যাবিজ্ঞানের মতে আত্ম-উপলব্ধিত জ্ঞান দ্বারা সন্নিবেশিত করেছেন। পরমাক্ষরী গায়ত্রী দেবীর মূর্তি পূজা হবে এই মহা যজ্ঞে। সাধারণ মানুষ যখন পূজার জন্য মূর্তি তৈরী করায় তখন প্রচলিত ধারণার সাহায্য নেয় কিন্তু একজন মহাত্মা তাঁর আরাধ্য মূর্তি তৈরী করার সময় তাঁর অন্তঃস্থিত উপলব্ধিত ধ্যানমূর্তিকে প্রকট করেন। সেইজন্যই বোধহয় মহাত্মাগণের কর্মে কোন খুঁত ধরা যায় না। মহাত্মাগণের সকল কর্মই জগৎকল্যাণ কর্মে নিয়োজিত ও উৎসর্গীকৃত।

—মাতৃচরণে সমর্পিতা সাধ্বী সংযুক্তানন্দময়ী
ও মাতৃচরণাশ্রিতা শ্রীমতী অদিতি মুখার্জী